

পশ্চিমবঙ্গে কোর্ট সার্ভে কমিশন এর কার্যপদ্ধতি

কোর্ট সার্ভে কমিশনার কে?

পশ্চিমবঙ্গে কোর্ট সার্ভে কমিশনার হলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি আদালতের নির্দেশে জমি, সম্পত্তি বা সংশ্লিষ্ট এলাকার সার্ভে কাজ সম্পাদন করেন। তিনি সাধারণত জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা, সম্পত্তির সীমানা বিরোধ, ভূমি পরিমাপ, বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রদান করেন। এই পদটি আদালতের সহায়ক হিসেবে কাজ করে এবং নিরপেক্ষভাবে সার্ভে পরিচালনা করে মামলার তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহে সহায়তা করে।

কোর্ট সার্ভে কমিশনার সাধারণত এমন ব্যক্তি হন যিনি জমি সার্ভে, ভূমি পরিমাপ, এবং সংশ্লিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ায় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রাখেন। পশ্চিমবঙ্গে এই পদে নিয়োগ সাধারণত জেলা আদালত বা উচ্চ আদালতের নির্দেশে হয়ে থাকে।

কার্যপদ্ধতি

কোর্ট সার্ভে কমিশনারের কার্যপদ্ধতি নিম্নলিখিত ধাপগুলির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়:

1. আদালতের নির্দেশ গ্রহণ:

- কমিশনার আদালত থেকে নির্দিষ্ট নির্দেশনা পান, যেখানে সার্ভের উদ্দেশ্য, এলাকা, এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের বিবরণ উল্লেখ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, জমির সীমানা নির্ধারণ, ভূমির পরিমাণ পরিমাপ, বা বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির অবস্থান নির্ধারণ।
- নির্দেশে সাধারণত সময়সীমা এবং প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা থাকে।

2. সাইট পরিদর্শন:

- কমিশনার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে সার্ভে পরিচালনা করেন। এই কাজে তিনি সাধারণত সরকারি রেকর্ড (যেমন, পর্চা, ম্যাপ, খতিয়ান), সার্ভে যন্ত্র (যেমন, থিওডোলাইট, GPS, কম্পাস), এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যবহার করেন।
- সাইট পরিদর্শনের সময় মামলার পক্ষগুলির উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়, যাতে সার্ভে প্রক্রিয়া স্বচ্ছ থাকে।

3. তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ:

- কমিশনার জমির পরিমাপ, সীমানা নির্ধারণ, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করেন। এই তথ্য সরকারি রেকর্ডের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়।
- প্রয়োজনে স্থানীয় সাক্ষী বা প্রতিবেশীদের বক্তব্য গ্রহণ করা হয়।

4. প্রতিবেদন তৈরি:

- সার্ভে সম্পন্ন হলে, কমিশনার একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেন। এই প্রতিবেদনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে:
 - জমির পরিমাপ ও সীমানার বিবরণ।
 - সার্ভে ম্যাপ বা স্কেচ।
 - সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ।
 - সাক্ষীদের বক্তব্য (যদি থাকে)।
 - সরকারি রেকর্ডের সাথে তুলনা।
- প্রতিবেদনটি নিরপেক্ষ এবং সঠিক হতে হয়, কারণ এটি আদালতে প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হয়।

5. প্রতিবেদন জমা দেওয়া:

- কমিশনার প্রতিবেদনটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আদালতে জমা দেন। প্রয়োজনে তিনি আদালতে উপস্থিত হয়ে প্রতিবেদনের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
- মামলার পক্ষগুলি প্রতিবেদনের উপর আপত্তি জানাতে পারে, এবং আদালত প্রয়োজনে পুনরায় সার্ভে বা অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিতে পারে।

6. আইনি প্রক্রিয়ার সাথে সমন্বয়:

- কমিশনারের প্রতিবেদন আদালতের বিচার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি মামলার ফলাফল নির্ধারণে সহায়ক হয়, বিশেষ করে জমি সংক্রান্ত বিরোধের ক্ষেত্রে।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

- **নিরপেক্ষতা:** কোর্ট সার্ভে কমিশনারকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হয়। তিনি কোনো পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন না।
- **সময়সীমা:** আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সার্ভে সম্পন্ন করতে হয়।
- **আইনি বৈধতা:** সার্ভে প্রক্রিয়া এবং প্রতিবেদন আইনি মানদণ্ড অনুযায়ী হতে হবে, যাতে এটি আদালতে গ্রহণযোগ্য হয়।

পশ্চিমবঙ্গে কোর্ট সার্ভে কমিশনারের ভূমিকা জমি সংক্রান্ত মামলায় নিরপেক্ষ এবং সঠিক তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়াকে সহায়তা করা। নিয়োগ প্রক্রিয়া আদালতের নির্দেশ এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়, এবং কার্যপদ্ধতি কঠোরভাবে আইনি ও প্রযুক্তিগত মানদণ্ড মেনে চলে। এই পদটি বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে এবং জমি বিরোধ নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

SSRK DIGITAL

কোর্ট সার্ভে কমিশনারের কাজ সম্পর্কে কিছু প্রশ্নোত্তর:

১. কোর্ট সার্ভে কমিশনার কি?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনার হলেন এক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি যিনি আদালতের আদেশে ভূমি বা জমির পরিমাপ, সীমারেখা নির্ধারণ এবং বিতর্কিত জমি সম্পর্কে তদন্ত করে প্রতিবেদন তৈরি করেন।

২. কোর্ট সার্ভে কমিশনারের প্রধান কাজ কী?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনারের প্রধান কাজ হলো আদালতের নির্দেশে জমির সীমানা নির্ধারণ, পরিমাপ করা এবং জমি সংক্রান্ত যে কোন বিরোধ সমাধানে প্রতিবেদন তৈরি করা।

৩. কোর্ট সার্ভে কমিশনার কিভাবে নিযুক্ত হন?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনার সাধারণত আদালত কর্তৃক নিযুক্ত হন, বিশেষত যখন জমি সংক্রান্ত কোনো মামলা বা বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য তার সাহায্য প্রয়োজন হয়।

৪. কোর্ট সার্ভে কমিশনার কীভাবে কাজ করেন?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনার মামলা সম্পর্কিত জমি বা স্থানের সঠিক পরিমাপ এবং সীমানা নির্ধারণ করার জন্য সার্ভে করেন। তিনি স্থানীয় সীমানা চিহ্নিত করেন এবং বিরোধী পক্ষগুলির জমির সীমানা নিয়ে তদন্ত করেন।

৫. কোর্ট সার্ভে কমিশনারের প্রতিবেদন কীভাবে তৈরি হয়?

উত্তর: কমিশনার প্রাপ্ত তথ্য, সার্ভে রিপোর্ট এবং জমির পরিমাপের উপর ভিত্তি করে একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করেন। এই প্রতিবেদনটি আদালতে জমা দেওয়া হয় এবং আদালত এই প্রতিবেদনটির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়।

৬. কোর্ট সার্ভে কমিশনারের প্রতিবেদন কি বাধ্যতামূলক?

উত্তর: সাধারণত, কোর্ট সার্ভে কমিশনারের প্রতিবেদন আদালতের জন্য নির্দেশনামূলক হয়। যদিও প্রতিবেদনটি বাধ্যতামূলক নয়, আদালত এটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে।

৭. কোর্ট সার্ভে কমিশনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলে কী করা হয়?

উত্তর: যদি কোর্ট সার্ভে কমিশনারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠলে, আদালত এই অভিযোগের তদন্ত করে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাকে শাস্তি দেওয়া বা পুনঃনির্বাচন করা হতে পারে।

৮. কোর্ট সার্ভে কমিশনারকে কী ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনারকে জমি পরিমাপ, নকশা তৈরি, এবং স্থানীয় আইন ও বিধি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকতে হয়। তাকে সঠিক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারদর্শী হতে হয় এবং সর্বোচ্চ সততার সাথে কাজ করতে হয়।

৯. কোর্ট সার্ভে কমিশনার কত দিন সময় নিতে পারে?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনারের কাজের সময়কাল নির্ভর করে মামলার জটিলতার উপর। সাধারণত এটি কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত হতে পারে।

১০. কোর্ট সার্ভে কমিশনারের প্রতিবেদন কি সর্বশেষ সিদ্ধান্ত?

উত্তর: না, কোর্ট সার্ভে কমিশনারের প্রতিবেদন শুধুমাত্র আদালতের সিদ্ধান্তের জন্য সহায়ক। আদালত কমিশনারের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তারপর শেষ সিদ্ধান্ত নেয়।

১১. কোর্ট সার্ভে কমিশনার কীভাবে জমির মালিকানা নির্ধারণ করেন?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনার জমির সীমানা ও পরিমাপ নির্ধারণের মাধ্যমে মালিকানা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করেন। তবে, তিনি শুধু সীমানা নির্ধারণ করে থাকেন, মালিকানা সম্পর্কিত বৈধতা যাচাইয়ের জন্য আদালত অন্যান্য আইনগত দলিল ও প্রমাণাদি বিবেচনা করে।

১২. কোর্ট সার্ভে কমিশনার কি জমির সীমানা পরিবর্তন করতে পারেন?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনার জমির সীমানা পরিবর্তন করতে পারেন না। তার কাজ শুধুমাত্র সীমানা নির্ধারণ করা এবং আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করা। সীমানা পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত আদালত গ্রহণ করবে।

১৩. কোর্ট সার্ভে কমিশনার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর কি অন্য পক্ষ আপত্তি জানাতে পারে?

উত্তর: হ্যাঁ, কোর্ট সার্ভে কমিশনারের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর, যদি কোন পক্ষ প্রতিবেদন সম্পর্কে আপত্তি জানায়, তবে আদালত এ বিষয়ে শুনানি গ্রহণ করে এবং প্রয়োজন মনে করলে নতুন তদন্ত বা পরিমাপের নির্দেশ দিতে পারে।

১৪. কোর্ট সার্ভে কমিশনারের কাজের জন্য কত খরচ হয়?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনারের কাজের জন্য খরচ আদালতের নির্দেশের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত, সেবা ফি, সার্ভে সরঞ্জাম ব্যবহার এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত খরচ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই খরচ মামলা সম্পর্কিত পক্ষগুলোর কাছ থেকে আদায় করা হয়।

১৫. কোর্ট সার্ভে কমিশনারের কাজের জন্য সময়সীমা কেমন থাকে?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনারের কাজের সময়সীমা মামলার জটিলতা এবং জমির আকারের উপর নির্ভর করে। সাধারণত, কাজটি কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন হয়, তবে বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে এটি দীর্ঘ সময় নিতে পারে।

১৬. কোর্ট সার্ভে কমিশনার যদি সঠিক তথ্য প্রদান না করেন, তবে কি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়?

উত্তর: যদি কোর্ট সার্ভে কমিশনার সঠিক বা নির্ভুল তথ্য প্রদান না করেন, তবে তার বিরুদ্ধে আদালত তীব্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। এর মধ্যে শাস্তি, পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া বা তার উপর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের মতো ব্যবস্থা থাকতে পারে।

১৭. কোর্ট সার্ভে কমিশনার কি কোনো অন্য পক্ষের সাক্ষী হতে পারেন?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনার সাধারণত সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হন না। তার কাজ হলো নিরপেক্ষভাবে জমির পরিমাপ এবং সীমানা নির্ধারণ করা। তবে, তাকে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করতে হতে পারে যদি তার তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ওঠে।

১৮. কোর্ট সার্ভে কমিশনার কীভাবে জমির মালিকানা সম্পর্কিত পত্রপত্রিকা যাচাই করেন?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনার সাধারণত জমির সীমানা নির্ধারণের জন্য বর্তমান রেকর্ড, জরিপ নকশা, জমির রেজিস্ট্রেশন ও অন্যান্য প্রমাণাদি যাচাই করে। তবে, মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য যাচাইয়ের জন্য আদালতের আদেশ বা আরও নির্দিষ্ট তথ্য প্রয়োজন।

১৯. কোর্ট সার্ভে কমিশনার কি জনগণের পরিষেবা প্রদান করেন?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনার আদালতের আদেশে কাজ করেন, তবে তিনি সাধারণ জনগণের জন্য সরাসরি সার্ভিস প্রদান করেন না। তার কাজ হলো আদালতের নির্দেশ অনুসারে নির্দিষ্ট জমি সংক্রান্ত বিরোধের সমাধান করা।

২০. কোর্ট সার্ভে কমিশনারের কাজের জন্য কোন ধরনের আইনগত প্রয়োজনীয়তা থাকে?

উত্তর: কোর্ট সার্ভে কমিশনারের কাজের জন্য সাধারণত ভূমি আইন, জমির সীমানা নির্ধারণ, ভূমি রেজিস্ট্রেশন আইন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সম্পর্কিত গভীর জ্ঞান প্রয়োজন। আদালতের নির্দেশনা অনুসরণ করা এবং আদালতের কর্তৃত্ব মেনে চলা বাধ্যতামূলক।